নায়কের সন্ধানে

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
সম্পাদিত

৯এ নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

সম্পাদকের কথা

ড. জ্যোতির্ময় ঘোষ আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু। সংগ্রামী মানুষের 'যথার্থ দোসর', কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক, তুখোড় বক্তা—এইরকম নানা পরিচয় তাঁর। তবে যদি কোনো একটিমাত্র ক্ষেত্রে জ্যোতির্ময় তাঁর সামগ্রিক অন্তঃসত্ত্বাকে সবচেয়ে অবলীলায়, ঔজ্জ্বল্যে এবং স্বতঃস্ফূর্ততায় উৎসারিত করে থাকেন, তবে সেটা ঘটেছে তাঁর সমালোচনা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে। প্রবন্ধও যে উপন্যাসের মতোই সুখপাঠ্য হয়ে উঠতে পারে এবং সৃষ্টিশীল মৌলিকতায় ভাস্বর কবিতার প্রতিস্পর্ধী প্রায়, সেটা তাঁর রচনা পাঠ করলে বেশ বোঝা যায়। 'নায়কের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি আমার ও কথার সাক্ষ্য বহন করবে।

রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনার গুরুবাদী পরিমন্ডলে বইটি যেন নিষ্ক্রমণের আকাঙ্ক্ষিত আলো। উজ্জ্বল উত্তরণের সঠিক পথনির্দেশ। জ্যোতির্ময়ের স্বভাবসিদ্ধ পরিচ্ছন্ন কৌতুকপ্রিয়তায় বইটির সূচনা। অথচ অচিরেই তিনি আমাদের টেনে নিয়ে যান বিষয়ের গভীরে। বিবেকানন্দ-ব্রহ্মবান্ধব-নিবেদিতার জীবনভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্র-উপন্যাসের এই অন্তরঙ্গ যোগ এতকাল অনাবিষ্কৃতই ছিলো। আসলে এইভাবে একটি উত্তাল যুগের অভীপ্সাকেই দুই মলাটের মধ্যে ধরে রাখতে চেয়েছেন জ্যোতির্ময়। শাণিত বৈদগ্ধ্যের পাশাপাশি অসাধারণ পরিমিতিবোধ এবং প্রাণবান সাবলীলতা তাঁর গদ্যভঙ্গিকে বিশিষ্ট করেছে। সমসময়, রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্যভাবনার এই ত্রিবেণীসঙ্গমে কোনোসময়েই আমাদের স্বস্তি বিঘ্নিত হয় না। এর মূলে আছে জ্যোতির্ময়ের রচনার আশ্চর্য ভারসাম্যবোধ।

অন্তরঙ্গ ঢঙে যেন সামনে কয়েকজন শ্রোতাকে বসিয়ে ঈর্ষাজনক নাটকীয়তায় কথা বলছেন—এটাই আসলে এই গ্রন্থের বাচনভঙ্গি। বৈদ্যুতিক সপ্রতিভতায় তাই প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে দ্রুতগতিতে চলে যেতে পারেন তিনি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, বলবার ভঙ্গিটি সহজ এবং কাছের। যেন সাধারণ প্রযত্নের মধ্যে দিয়েই তিনি লাভ করেছেন প্রবন্ধ-রচনার এই গোপন চাবিকাঠি। কিন্তু প্রকৃত অনুধাবনে প্রমাণিত হয়, কী দুরূহ এই সাধনা। কী স্বতন্ত্র এই কণ্ঠস্বর। এই গ্রন্থে জ্যোতির্ময় দেখিয়েছেন, ধর্ম অসহায় মানুষের অবলম্বন মাত্র। আর এই সূত্রেই মার্কসীয় বীক্ষা বিবেকানন্দের সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে একটি বিন্দুতে এসে মেলে। বাস্তব ক্লেশের বিরুদ্ধে এই দুই মনীষীরই প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছিল। হেগেলের আইনের দর্শনের পর্যালোচনায় কার্ল মার্কস লিখেছিলেন, 'ধর্ম হলো নিপীড়িত জীবের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন জগতের হৃদয়'।—১৮৯৩ সালের শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনের ষোড়শ দিবসের প্রদত্ত ভাষণে বিবেকানন্দ-ও বলেছিলেন, 'যতদিন জগতে মৃত্যু বলিয়া ব্যাপারটি থাকিবে, যতদিন মানবহৃদয়ে

দুর্বলতা বলিয়া কিছু থাকিবে, যতদিন চরম দুর্বলতায় মানুষের মর্মস্থল হইতে রোদনধ্বনি উত্থিত হইবে, ততদিন ঈশ্বরে বিশ্বাসও থাকিবে।' বস্তুত 'নায়কের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ'-এর একেবারে সমাপ্তি-অংশে পৌঁছে জ্যোতির্ময়ের এই আশ্চর্য সমাপতন-আবিষ্কারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হতে হয়। তত্ত্ব ও তথ্যের সুমিত সমাবেশে তিনি এটাও দেখালেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দ-নিবেদিতার সশস্ত্র বিপ্লবের প্রেরণার ঢেউ ঠাকুর পরিবারেও অমোঘ গতিশীলতায় ক্রমশ সঞ্চারিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে এই ঘটনার শিল্পস্বাক্ষর রয়েছে। 'কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে'—এই ধরনের সরলীকরণে বিশ্বাসী হওয়ায়, অনেকসময়েই আমাদের জানার আড়ালে থেকে যায় স্রষ্টার রচনার নানা রহস্যময় বাঁক। জ্যোতির্ময় আসলে সেই ভিতরের মানুষটিকেই দেখতে আর দেখাতে চেয়েছেন। কোনো লেখকই তাঁর যুগ ও জীবনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আপন সৃষ্টিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন না। আমার 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসেও মুর্শিদাবাদের আল্‌কাপ্ গাইয়েদের কথা এসেছে। আমি নিজেও লোকসঙ্গীতের ঐ দলে গান গেয়েছি। হারমোনিয়াম মাথায় করে আল্‌পথে হেঁটে গেছি মাইলের পর মাইল। আমার জীবনের ঐ অধ্যায়টি নিয়ে দূরদর্শনে 'চেনা মুখ, অচেনা মানুষ' ব'লে একটা অনুষ্ঠানও হয়েছিল, নব্বই-এর গোড়ার দিকে, সংযোজনার দায়িত্বে ছিলেন জ্যোতির্ময়েরই ছাত্র দেবদ্যুতি বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে আমিও জীবন ও সাহিত্যের অমোঘ এই 'সুড়ঙ্গলালিত' সম্পর্ক নিয়ে দু-চার কথা বলবার চেষ্টা করেছিলাম। জ্যোতির্ময়ের 'নায়কের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থেও রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্যের সেই অনিবার্য যোগসূত্রটির কথাই বলা হয়েছে। অথচ স্বাদে, গন্ধে, আঘ্রাণে রচনারীতিটির গুণ আমায় প্রলুব্ধ করে।

আমরা জানি, জ্যোতির্ময় সুবক্তা। তাঁর জীবনবোধ গভীর, কণ্ঠস্বর ঋজু ও বলিষ্ঠ, ব্যক্তিত্ব উজ্জ্বল ও সুদর্শন। অধ্যাপক হিসাবে তাঁর বিপুল খ্যাতির মূলেও আছে এই অসামান্য ভাষণ-প্রতিভা। কিন্তু ভলতেয়ারের মতো একজন মানুষও উপলব্ধি করেছিলেন—মৌখিক প্রতিভার লোকশ্রুত সাফল্য তাঁকে মানবসমাজে দীর্ঘকাল বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। অমরত্ব পেতে হলে তাঁকে যথাসম্ভব উন্নতমানের কিছু লিখে যেতে হবে। কেননা, 'লিখিত উক্তিই বেঁচে থাকে, মুখের কথা হারিয়ে যায়'। ইতিহাস তো এমন অনেক সাক্ষ্য দেবে যে সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক প্রতিভাধর বক্তা তাঁদের অসামান্য বাক্-প্রতিভায় সমকালকে উদ্দীপ্ত ও আলোড়িত করেও, অনেকসময় ইতিহাসের প্রবহমান ধারাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেও আজ প্রায় সম্পূর্ণভাবে লোকচক্ষুর আড়ালে হারিয়ে গেছেন। মৌখিক প্রতিভার অধিকারীদের এটাই হয়তো অলঙ্ঘনীয় ও বেদনাময় বিধিলিপি। আশার কথা, ব্যতিক্রমী জ্যোতির্ময় উত্তরকালের উদ্‌গ্রীব করতলে কয়েকটি আশ্চর্য নীলকান্তমণি প্রোজ্জ্বলভাবে পৌঁছে দিতে পারলেন। জ্যোতির্ময়ের প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় উত্তরাধিকারেরই অভিজ্ঞান। অথচ বক্তব্যের মৌলিকতা, সে মুখের হোক বা কলমের, তাঁকে আশ্চর্য স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। আর, এই কারণেই এই সংকলনের পরিকল্পনা। যাঁরা তাঁর কথা শুনেছেন ও লেখা পড়েছেন, সেই অগণিত মানুষের মধ্যে মাত্র সত্তর জনের মতো ব্যক্তির সাক্ষ্য এখানে ধরা রইল। পরবর্তী সংস্করণে এই সংখ্যা বাড়বেই। কেননা, সবগুলি লেখা ধরাতে পারা গেল না স্থানাভাবে।

এই গ্রন্থপ্রকাশে জ্যোতির্ময়ের ছাত্রছাত্রী আর গবেষকদেরই উদ্যোগ ছিল সবচেয়ে বেশি। প্রথমে একটি ষোলো পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র স্মারক পুস্তিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করতে গিয়ে তারা দেখলো, বহুবর্ণিল এই ব্যক্তিত্বকে সেই স্মারক পুস্তিকায় ধরাছোঁয়ায় আনা যায় না। এছাড়া বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ক্রমাগত সানুরাগ ও সশ্রদ্ধ অর্ঘ্য এসে পৌছতে থাকে। শুনেছি, প্রথম দিকে জ্যোতির্ময় নানাভাবে তাঁর ছাত্রছাত্রীদের নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত তাদের সম্মিলিত অনুরোধে অসহায় সম্মতি জানাতে বাধ্য হয়েছেন। এই সংকলনে যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা সকলেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। কোনো রচনাই নিছক সৌজন্যমূলক নয়। অগ্রজ, অনুজ কিম্বা সমসাময়িক সাহিত্যপথিকেরা জ্যোতির্ময়কে তাঁদের অন্তরের ভালোবাসা জানিয়েছেন, আসলে এই আন্তরিক অভিনন্দন বোধহয় শুধুমাত্র আমার ডাক্‌সাইটে অধ্যাপক-বন্ধুকে নয়, একটি সুস্থ, ঋজু, নির্ভীক, গতিশীল ও জীবনমুখী দৃষ্টিভঙ্গিকে।

আমাদের দেশে খোলা মনের পণ্ডিতের সংখ্যা নগণ্য। পণ্ডিত বলতেই যে মূর্তিটি চোখে ভেসে ওঠে, তা এক মারকুটে, বদ্‌রাগী, ঠোঁটে ক্রূর বাঁকা হাসি—এমন মানুষই নয় কি? জনমনে এই ধারণাই প্রবল। এটা সুলক্ষণ নয়, এই পণ্ডিতমশাইরা অমূল্যরতন যে ছাইচাপা থাকে, একথা বিশ্বাস করেন বলে মনে হয় না। এঁরা ছাই ঘাঁটতে নারাজ। বেগড়বাঁই করলেই প্রকাণ্ড এবং নিজ ব্যয়ে, কি তদ্‌বিরে পরের ঘাড়ে কাঁঠাল ভেঙে বের করা গাব্দা কেতাব তুলে বাঁই করে ছুঁড়তে উদ্যত হন। আশার কথা, জ্যোতির্ময় এই দলে পড়েন না। তাই অবহেলিত, নিপীড়িত মানুষের কাছে তিনি এক আলোকবর্তিকা।

এই সংকলনের রচনা নির্বাচনে আমরা কোনো নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করি নি। তার বদলে আমরা চেয়েছি, বিভিন্ন মূল্যায়নের প্রতিফলন ঘটুক, আলো এসে পড়ুক বিভিন্ন কোণ থেকে। বোধির ডালপালা মেলে দিয়ে, 'মাইল মাইল অভিমান আর ভালোবাসা' নিয়ে স্বপ্ন ও সৃষ্টিমুখর যে মানুষটি হেঁটে চলেছেন কয়েক যুগ ধরে, তাঁর প্রসঙ্গে লিখতে বসে সাগ্রহে সকলেই পরিশ্রম করেছেন। মননে ও জীবনে বিবেকবান জ্যোতির্ময়ের বহুকৌণিক প্রতিভায় দ্যুতিমান এই সংকলনটি সংস্কৃতিমনস্ক পাঠকদের সহৃদয়তা পেলেই আমাদের প্রয়াস সার্থক হবে। অলমিতি।

৩৭/১, গোরাচাঁদ রোড
কলকাতা ৭০০ ০১৪

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সূচীপত্র

অভিজ্ঞতা-অনুবর্তন

অজিতকুমার ঘোষ	: জয়ের আলোয় জ্যোতির্ময়	৩৫
অমরনাথ ভট্টাচার্য	: মেধাবী, অন্তরঙ্গ ও বর্ণোজ্জ্বল	৩৭
অমল কর	: 'ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা প্রভু তোমার পানে'	৩৯
অমলেন্দু দে	: প্রগতির দর্শনের প্রবক্তা	৪২
অমিত দে	: একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম — জ্যোতির্ময় ঘোষ	৪৪
অমিতাভ বাগচী	: চিঠি	৪৬
অমিয় রায়চৌধুরী	: তাঁকে আমি যতটুকু চিনেছি এবং জেনেছি	৪৮
অনিন্দিতা মাইতি	: 'প্রাণের প্রদীপ'	৫০
অনুনয় চট্টোপাধ্যায়	: একজন যথার্থ গুণি মানুষ	৫২
অশোককুমার দে	: 'আঁধার রাতে তোমার অভিসার'	৫৩
অশোক রায়চৌধুরী	: ড. জ্যোতির্ময় ঘোষ : মনীষা ও বাগ্মিতার এক বিস্ময়কর যুগলবন্দী	৫৬
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	: আশিষঃ সন্তু	৫৯
অসীম চট্টোপাধ্যায়	: সাত জার্মান জগাই একা	৬০
আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ	: ভেঙেছে দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়	৬১
আশিসকুমার দে	: অন্যরকম : আদ্যন্ত মৌলিক	৬৪
আশিস সান্যাল	: বন্ধু জ্যোতির্ময়	৬৭
আশুতোষ বিশ্বাস	: আমার গ্রেট স্যার	৬৯
ইন্দ্রিলা বসু	: রইল গাঁথা মোর জীবনের হারে	৭০
করুণা ভট্টাচার্য	: সহজ ও সরল অথচ গভীর	৭১
কল্পতরু সেনগুপ্ত	: রবীন্দ্র-পুরস্কারের যোগ্য	৭২
কল্যাণীশঙ্কর ঘটক	: ব্যক্তিত্বে ও মননে জ্যোতির্ময়	৭৩
কিন্নর রায়	: এসেছ জ্যোতির্ময়	৭৭
কৃষ্ণা বসু	: অধ্যাপক ড. জ্যোতির্ময় ঘোষ প্রসঙ্গে	৮২
ঘনশ্যাম চৌধুরী	: যিনি পরিশ্রম ও শৃঙ্খলার কথা বারবার বলতেন	৮৪
চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	: তমসো মা জ্যোতির্গময়	৮৬
চিত্ত ঘোষাল	: জ্যোতির্ময় ঘোষকে যেমন দেখেছি, যতটুকু বুঝেছি	৮৮
চিত্তরঞ্জন লাহা	: সুদুর্লভ প্রকৃত মানুষ	৯০
জয়লিপি দত্ত	: আমার পাপুন	৯১
জয়ন্তকুমার সরকার	: আমার অনুভবে	৯২
জয়া পাল	: 'আমার অনুভবে স্যার'	৯৪
জীবনানন্দ গোস্বামী	: 'যেন একটি প্রতিষ্ঠান'	৯৫
জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়	: এত কিছু···নিজের জোরেই হয়েছেন	৯৬
ড. মুহাম্মদ শামসুল আলম	: প্রিয় জ্যোতির্ময় ঘোষ	৯৭
তুষার চট্টোপাধ্যায়	: অবিরল উজ্জীবন	৯৯
ত্রিদিব গুপ্ত	: অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ঘোষ : সন্ধানী রসস্রষ্টা ও ব্যক্তিত্ব	১০০
দর্শনানন্দ চৌধুরী	: সমালোচকের সন্ধানে	১০২
দিব্যজ্যোতি মজুমদার	: নায়কের সন্ধানে এক আকৈশোরের সহপাঠী	১০৪

দীপক ঘোষ	: সূত্র : রবীন্দ্রনাথ	১০৭
দীপঙ্কর ভট্টাচার্য	: 'আমার দ্বিতীয় পিতা'	১০৯
দীপ্তি চক্রবর্তী	: চিরবন্ধু চিরনির্ভর	১১১
দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়	: জ্যোতির্ময়ের অভিযান : রামপুরহাট থেকে রাজধানী	১১২
দেবদাস রজক	: অনুভবের ঝরোকা থেকে	১১৭
দেবদ্যুতি বন্দ্যোপাধ্যায়	: আরো এক সূর্যোদয়	১১৯
নন্দিতা বসাক	: জ্যোতির্ময়ের পরিমন্ডল ও আমরা	১২৪
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	: 'মনীষাদীপ্ত কৃতী জীবনের পূর্ণতম পরিণতি···'	১২৬
নিত্যানন্দ সাহা	: শুভার্থী জ্যোতির্ময়দা	১২৭
নীতীশ বিশ্বাস	: অমলিন হৃদয়ের লোক, দলিতের বন্ধু তাঁকে আমার নমস্কার	১২৮
নীলেন্দু সেনগুপ্ত	: 'আমার' স্যার	১৩১
নৃসিংহকুমার ভট্টাচার্য	: একজন খাঁটি মানুষ	১৩২
পঙ্কজ সাহা	: মাস্টারমশাই 'জ্যোতিদা'	১৩৩
পলাশ মিত্র	: জ্যোতির্ময়ের সন্ধানে	১৩৬
পল্লব সেনগুপ্ত	: রবীন্দ্র-নায়কের সন্ধানে জনৈক অধ্যাপক	১৩৮
পল্লবকান্তি রাজগুরু	: তিনি আমাকে প্রাণিত করেন	১৪১
পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়	: যেমন দেখেছি তাঁকে	১৪২
পার্বতী সেন ভট্টাচার্য	: আচার্য দেবো ভব	১৪৪
পিনাকী নাগ	: 'মানুষ গড়ার কারিগর'	১৪৬
পুষ্পজিৎ রায়	: উজ্জীবনী কথক	১৪৯
প্রণব চট্টোপাধ্যায়	: সারস্বত সাধনার এক বন্ধু মানুষ	১৫২
প্রতাপরঞ্জন হাজরা	: কাছের মানুষ অধ্যাপক ড. জ্যোতির্ময় ঘোষ	১৫৬
প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত	: শুদ্ধতম মনুষ্যত্বের সাধনায় এক মহাভাষ্যকার	১৫৯
প্রবীণ শিকদার	: আমার প্রাণাধিক প্রিয় শিক্ষক	১৬১
প্রশান্তকুমার পাল	: নায়কের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতির্ময়	১৬৩
বরুণকুমার চক্রবর্তী	: বিরল ব্যক্তিত্ব : অসামান্য বাচনশৈলী	১৬৫
বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য	: 'নায়কের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ'	১৬৭
বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়	: ধীরোদাত্ত নায়ক	১৬৮
ব্রততী চক্রবর্তী	: 'জ্যোতির্ময়' উত্তরণ	১৭০
ভগীরথ মিশ্র	: সেই সুজন মানুষটি	১৭৩
মমতাজ বেগম	: আমার জীবনের জীয়নকাঠি	১৭৬
মনীষা মুখোপাধ্যায়	: শিব গড়তে গিয়ে	১৭৮
মনোজ মিত্র	: জ্যোতির্ময় কৌমুদী	১৮০
মহীতোষ বিশ্বাস	: অনন্য জ্যোতির্ময়	১৮২
মানস মজুমদার	: অনেক দিনের চেনা	১৮৬
মীনাক্ষী সিংহ	: জ্যোতির্ময়ের রবীন্দ্র-সন্ধান	১৮৮
রত্না বসু	: তখন কি জানতাম?	১৮৯
রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	: 'জ্যোতির্ময়দা'	১৯১
রমেশ পুরকায়স্থ	: জ্যোতির্ময় উন্মোচন	১৯২
রাজন গঙ্গোপাধ্যায়	: যখন বিষন্ন ছিলাম···	১৯৪
রাম বসু	: জ্যোতির্ময়কে নিয়ে	১৯৬
রামকুমার মুখোপাধ্যায়	: গল্প-গুজবে জ্যোতির্ময় ঘোষ	১৯৮

রামেশ্বর শ : স্মৃতি থেকে সত্যে : যেমন দেখেছি পেয়েছি ২০০
রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী : আমাদের জ্যোতি আজকের জ্যোতির্ময় ২০২
রেশমা খাতুন : অনুভূতির দুয়ারে আমি ২০৪
শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় : গ্রাম থেকে এলো এক রাজা ২০৬
শতঞ্জীব রাহা : মৌলিকতাই যাঁর একমাত্র অভিজ্ঞান ২০৮
শুভঙ্কর গুহ : অন্য ভুবনের পথিক ২০৯
শুভাপ্রসন্ন : সন্ধানী নায়ক ২১২
শ্যামাপ্রসাদ দাস : 'স্যার' ২১৩
শ্রাবণী বন্দ্যোপাধ্যায় : শ্রীচরণেষু, স্যারকে ২১৪
সত্যনারায়ণ দাশ : অন্য রবীন্দ্রনাথের সন্ধান ২১৬
স্বদেশরঞ্জন দত্ত : কবি জ্যোতির্ময় : সতত উদ্‌গ্রীব প্রিয়জনে ২১৭
সত্রাজিৎ গোস্বামী : আমার আচার্য : আমার 'নায়ক' ২১৯
সমীর রক্ষিত : জ্যোতির্ময় ঘোষ ২২১
সরল দে : তাঁকে যেমন দেখেছি ২২৪
সাধন চট্টোপাধ্যায় : অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ঘোষ—পরিচয়ের রেখাচিত্র ২২৬
সাবিত্রী মজুমদার : স্যারের সম্পর্কে আমার উপলব্ধিজাত কয়েকটি কথা ২২৯
সিদ্ধার্থ দত্ত : আত্মার আত্মীয়, অনাত্মীয়েরও পরমাত্মীয় ২৩১
সিদ্ধেশ্বর সেন : 'নানা রবীন্দ্রনাথের একখানি মালা' ২৩৪
সুতপা মুখোপাধ্যায় : 'অনন্তের বাণী তুমি···' ২৩৬
সুস্নাত দাশ : আমার জানা জ্যোতির্ময় দা ২৪০
সুদিন চট্টোপাধ্যায় : ভেঙেছ দুয়ার ২৪২
সৌমিত্র লাহিড়ী : চ্যালেঞ্জ গ্রহণে দৃষ্টান্তস্থল ২৪৫
হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় : 'মনে মনে অথবা প্রকাশ্যে কুর্নিশ করেছি' ২৪৮
হীরেন চট্টোপাধ্যায় : প্রবন্ধের শিল্পী : শিল্পিত প্রবন্ধ ২৫১

অন্বেষণ

অলোক রায় : জীবনীমূলক সমালোচনায় পুনঃসৃষ্টির আলো ২৫৭
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : ভূমিকা : অস্তিত্বের নানা মহল ২৫৯
আশুতোষ বিশ্বাস : জীবন সমুদ্র মন্থন-করা বিষামৃতের আস্বাদন ২৬২
কৃষ্ণ ধর : রবীন্দ্রনাথের নায়ক-নায়িকার উৎস সন্ধানে চেনা-অচেনা পথে ২৬৩
কৌশিক রায়চৌধুরী : চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে ২৬৫
গোপিকানাথ রায়চৌধুরী : রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্বের নানাদিক ২৬৮
গৌতম নিয়োগী : রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র পরিকর : সাম্প্রতিক প্রকাশনা ২৭১
: রবীন্দ্র-কবিতার স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়াস ২৭৩
: এমন মানুষের জীবনী আমাদের উদ্দীপ্ত করে ২৭৫
: 'তোমা মাঝে অসীমের চিরবিস্ময়', এখনও ২৭৮
: স্বপ্ন, সন্ধান আর বিচিত্র চরিত্রের উপাখ্যান ২৮১
তপোধীর ভট্টাচার্য : রবীন্দ্রচর্চায় নতুন উদ্‌ভাসন ২৮৩
: রবীন্দ্রচর্চায় নতুন উদ্‌ভাসন ২৮৫
দেবদ্যুতি বন্দ্যোপাধ্যায় : উপন্যাস যখন সময়ের উদ্যত তর্জনি ২৮৯
: তথ্যনিষ্ঠার সঙ্গে মিশেছে সময়-সংবেদী আধুনিক মন ২৯১

দেশ পত্রিকার সমালোচনা : ২৯৩
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : রবীন্দ্র চিন্তায় নতুন আলো ২৯৫
নেপাল মজুমদার : রবীন্দ্রচর্চায় মূল্যবান সংযোজন, নতুন তথ্য ২৯৬
পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় : 'নায়কের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ' : মৌলিকতার আলোয় উদ্ভাসিত ২৯৯
পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় : 'সমগ্রতাই তাঁর রবীন্দ্রভাবনার প্রধান বৈশিষ্ট্য' ৩০২
বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় : দ্বিধাহীন উচ্চারণে রবীন্দ্র-সৃষ্টির নাটকীয় উন্মোচন ৩০৪
ভাবনা : আমাদের প্রাপ্তি ৩০৭
মন্টু মিত্র : যে উপন্যাসের জন্ম মানবজমিন থেকে
: জ্যোতির্ময় ঘোষ : প্রাবন্ধিক এবং ঔপন্যাসিক ৩০৯
মহীবুল আজিজ : রবীন্দ্র ছোটোগল্পের নবমূল্যায়ন ৩১৪
রবীন্দ্র গুপ্ত : কঠিন সত্যের মুখোমুখি ৩১৯
সনাতন গোস্বামী : বাংলার একাঙ্কনাটক : রূপ ও রূপকার ৩২১
সুতপা মুখোপাধ্যায় : এক অনন্যার আখ্যান ৩২২
মৈত্রেয়ী চ্যাটার্জী : Tagore songs in Hindi and Gujarati ৩২৫
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : 'সমাজবাদ-সাম্যবাদী অবস্থান থেকে সুচিন্তিত ও সুকথিত পর্যালোচনা' ৩২৭

অনুভব ৩৩১-৩৬২

জগদীশ ভট্টাচার্য; শিশিরকুমার দাশ; ভবতোষ দত্ত ; স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ; সুনন্দা দত্ত; রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী; নন্দগোপাল সেনগুপ্ত; শ্রী বিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; জগদীশ ভট্টাচার্য; শিশিরকুমার দাশ; ভূদেব চৌধুরী; ভবতোষ দত্ত; স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ; সত্যেন্দ্রনাথ রায়; সুনন্দা দত্ত; প্রশান্তকুমার পাল; সুবীর ঘোষ; রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী; শ্রীপরিতোষ সেন; শিশিরকুমার দাশ; সত্যেন্দ্রনাথ রায়; ভবতোষ দত্ত; দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ; সত্যেন্দ্রনাথ রায়; সরোজদা; সত্যেন্দ্রনাথ রায়; মহাদেবপ্রসাদ সাহা; মহাদেবপ্রসাদ সাহা; মহাদেব প্রসাদ সাহা; ড. শাহজাহান মনির; শিশিরকুমার দাস; ভবতোষ দত্ত; সত্যেন্দ্রনাথ রায়; সত্য; অলকা; নিত্যানন্দ সাহা; অসীম চট্টোপাধ্যায়; প্রমথনাথ বিশী; হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; গোপিকানাথ রায়চৌধুরী; শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য; মহিতোষ; রাম বসু; ভবতোষ দত্ত; স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত; আনিসুজ্জামান

বোধ

অনিল সাধু : তুমি জ্যোতির্ময় ৩৬৫
অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় : প্রতিধ্বনি ৩৬৬
কাজল চক্রবর্তী : ৭ অগ্রহায়ণ, ১৪১১ ৩৬৭
কাজী কামাল নাসের : শ্রদ্ধেয় ড. জ্যোতির্ময় ঘোষের প্রতি ৩৬৮
মঞ্জুভাষ মিত্র : জ্যোতির্ময় ঘোষ, অবিস্মরণীয়েষু ৩৬৯
সুমন গুণ : মানসবনের পদ্মখানি ৩৭০
সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : ছড়া ৩৭১

সংবর্ধনা প্রসঙ্গে

মণিদীপা ভট্টাচার্য : প্রসঙ্গ : সংবর্ধনা ৩৭৫
লোপা ভাদুড়ীমুখোপাধ্যায় : স্পর্শের প্রজ্জ্বলন : একটি প্রতিবেদন ৩৭৮
মানপত্র : এক-দুই : ৩৮১-৩৮২
পরিশিষ্ট ১-২ : ৩৮৩
জীবনপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জি : ৩৯১-৩৯২
লেখক পরিচিতি : ৩৯৭

জয়ের আলোয় জ্যোতির্ময়

অজিতকুমার ঘোষ

জ্যোতির্ময়। নামটির মধ্যেই আলোর স্পর্শ। জ্যোতির্ময় যেখানে যায় সেখানেই এক ঝলক আলো ছড়িয়ে পড়ে—তার সুচারু বেশবাস, ঋজু ও পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিত্ব, মৃদু কণ্ঠে উচ্চারিত শিল্পিত বাগ্‌ভঙ্গি এবং জয়করা হাসি—এ-সবের মধ্যেই তো সেই বর্ণময় আলোর বিস্তার। জ্যোতির্ময় মৃদুভাষী, কিন্তু সেই মৃদুতার মধ্যে রয়েছে প্রচ্ছন্ন শক্তি ও জেদ। জ্যোতির্ময়কে কোনোদিন রাগতে দেখি নি। রাগের যে ভীতিপ্রদ রূপ প্রকাশ পায় চীৎকার, আস্ফালন, উত্তেজনা ও অসংযত বাক্যের অসংলগ্ন প্রয়োগে—তা জ্যোতির্ময়ের মধ্যে কোনোদিন দেখিনি। শান্তভাবে সে তূণ থেকে একটির পর একটি যুক্তির অস্ত্র প্রয়োগ করেছে, বিতর্কের জাল বিস্তার করে প্রতিপক্ষকে বন্দী করতে চেয়েছে। তার দৃঢ়তা এত অদম্য যে সে থামতে চায় না, হারতে চায় না। সে যখন কোনো বিরুদ্ধপক্ষ নেয় তখন কিছুতেই হার মানবে না, আবার কারো পক্ষে যখন সে লড়াই শুরু করে তখনো সে কিছুতেই সেই লড়াই থামাবে না। প্রতিরোধে দুর্জয় এবং আনুকূল্যে চিরনির্ভর। তার অমিত্র ও মিত্রের সংখ্যা প্রচুর।

অধ্যাপক জীবনের গোড়া থেকেই জ্যোতির্ময় তার লেখনীকে সচল রেখেছে মননশীল আলোচনায়। রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি তার অনুরাগ একটু বেশি। পঠনে ও পাঠনে এই সাহিত্য তার নিত্যসঙ্গী, আবার তাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রেও এই সাহিত্যের প্রতি তার ঝোঁক বেশি। শুরু করেছিল 'রবীন্দ্র-উপন্যাসের প্রথম পর্যায়' নিয়ে তারপর ইতস্তত পদচারণা। বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের সংকলন হলো 'অস্তিত্বের নানা মহল'। জ্যোতির্ময়ের মানসিক বিবর্তন শুরু হলো। সত্তরের দশক থেকে আনুষ্ঠানিকভাবেই মার্কসবাদে দীক্ষিত হলো। জীবনদৃষ্টি ও মূল্যবোধের ঘটল আমূল পরিবর্তন। পরিবর্তিত চেতনার প্রকাশ হলো পর পর লেখা কয়েকটি গ্রন্থে। অবশ্য মাঝে মাঝে সম্পাদনা করেছে কয়েকটি গ্রন্থ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করবার সময় একটি আকর্ষণীয় সংকলন প্রকাশিত হলো 'বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য'। আমার একটি রচনাও তার মধ্যে ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে ছাড়েনি জ্যোতির্ময়। বারে বারে ঘুরে ফিরে রবীন্দ্রনাথ এসেছেন নানা আলোচনা প্রসঙ্গে। অবশেষে আবার রবীন্দ্রনাথ এলেন স্বমহিমায় নায়কের সন্ধানে।

'নায়কের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-আলোচনার বহু বিস্তৃত ক্ষেত্রে লেখকের তীক্ষ্ণ অন্বেষণ রীতিমতো বিস্ময়জনক। সন তারিখ পরিবেশ এবং উপলক্ষ সম্পর্কে তার সযত্ন সতর্কতা। ঘটনার সঙ্গে ভাবনার, বাস্তব ব্যক্তির সঙ্গে ঔপন্যাসিক চরিত্রের সম্পর্ক স্থাপনে তার মৌলিক প্রয়াস পাঠকচিত্তকে সর্বক্ষণ উদ্দীপ্ত রাখে। তবে দীর্ঘায়ত উদ্ধৃতিগুলি পুনঃপুনঃ প্রয়োগে লেখকের নিজস্ব বক্তব্যগুলির ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। তাকে তার নিজস্ব কথায় আরো দেখতে পেলে তৃপ্তি অশেষ হতো। লেখকের নিজস্ব বিচিত্র ভাবনাগুলি একসঙ্গে বাইরে প্রকাশ পাবার জন্য তার ভিতরে আকুলিবিকুলি করেছে। সেজন্য যখন তারা প্রকাশের মুক্তি পেয়েছে তখন তারা যেন একটু এলোমেলোভাবে স্থান দখল করে আছে। সেজন্য তার আলোচনা আলোর বর্ণময় রশ্মির মতো চারিদিকে ছড়িয়েছে, নিয়ন্ত্রিত রেখায় সর্বত্র একমুখীন হয়নি। তবে তার নব নব চিন্তার বাণগুলি মুহুর্মুহু

আমাদের চিত্তে বিদ্ধ হয়েছে। লেখকের দু'একটি মন্তব্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা যায়—'স্বভাবতই নৌকাডুবি পর্যন্ত রবীন্দ্র-উপন্যাসে পৌরুষদীপ্ত কোনো নায়কের সঙ্গে পাঠকের দেখা হলো না।' (পৃ. ৫০)। চোখের বালির মহেন্দ্রকে এবং রাজা ও রাণী নাটকের বিক্রমদেবকে বোধহয় পৌরুষদীপ্ত নায়ক বলা যেতে পারে। লেখক বলেছেন, গোরা থেকে চার অধ্যায় পর্যন্ত অন্তত পাঁচটি উপন্যাসে কোনো-না-কোনোভাবে বিবেকানন্দ ও তাঁর অনুষঙ্গ স্পষ্টত লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের মধ্যে নিবেদিতাকে নিয়ে একটা পারস্পরিক ঈর্ষার ভাব ছিল। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী'তে তার আভাস আছে। উভয়ের মধ্যে যে love and hate relation-এর কথা লেখক বলেছেন, তা যথার্থ। ব্যক্তি কীভাবে চরিত্রের মধ্যে মিশে গেছে, আবার চরিত্র কীভাবে ব্যক্তিকে উন্মোচন করেছে, তা দেখানোই বোধহয় এ-বইয়ের প্রধান লক্ষ্য।

'নায়কের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি এবার রবীন্দ্র-পুরস্কারে ভূষিত হলো। সংবাদটি শুনে যে আনন্দ হয়েছিল তা জ্যোতির্ময়কে জানাইনি, কিন্তু আমার অদৃশ্য ও অশ্রুত শুভকামনা তার উদ্দেশ্যে সেদিনই পাঠিয়েছিলাম। এম. এ. পাশ করবার পর থেকেই জ্যোতির্ময়ের চলা শুরু হয়েছে এক শিক্ষাসত্র থেকে আর এক শিক্ষাসত্রে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর, বর্ধমানেও অতিথি অধ্যাপকরূপে, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম প্রফেসর-হেড রূপে সফল নেতৃত্বদান এবং অবশেষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চেয়ার-পদে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার উদ্দীপক ভূমিকা। সারাদিনে, বহু রাত্রি জাগরণে কতরকম কাজেই না তাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। প্রতিটি কাজেই তার সমান গভীর নিষ্ঠা ও অনুরাগ। সত্যিই অবিশ্বাস্য চরম কর্মব্যস্ততা। চূড়ান্ত সিদ্ধি। ক্ষমতার কন্টকিত আসনে সুখ নেই, কিন্তু সুখ সে চায়নি, সে চেয়েছে দুঃখময় সিদ্ধি। কোন অজানা মুহূর্তে তার প্রিয় দাদা হয়ে গেলাম। তার পথ চলাতে উৎসাহ দিয়েছি। সাধ্যমতো সাহায্য করেছি। অনেক আনন্দময় মুহূর্ত তার সঙ্গে কাটিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্রামকক্ষে, সাহিত্যের আসরে, রঙ্গময় আড্ডায় কিংবা দূরভাষের যন্ত্রটির মাধ্যমে। ভুলবোঝাবুঝি হয়েছে। দীর্ঘ ব্যবধান ঘটেছে। আবার কাছে এসেছি। কেউ কাউকে ছাড়তে পারিনি। তার আরো অভ্যুদয় হোক। এই কামনা।

মেধাবী, অন্তরঙ্গ ও বর্ণোজ্জ্বল

অমরনাথ ভট্টাচার্য

অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ঘোষ সম্পর্কে লিখতে বসে বারবার মনে পড়ছে ঐতিহাসিক নিশীথরঞ্জন রায়ের 'Teacher Extraordinary' শীর্ষক স্মৃতিচারণমূলক লেখাটির কথা। অধ্যাপক জ্যাকেরিয়ার জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল একটি প্রখ্যাত ইংরেজি সংবাদপত্রে। জ্যাকেরিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপক হীরেন মুখার্জী ড. ভবতোষ দত্ত প্রমুখ প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের আত্মজীবনী বা স্মৃতিচারণমূলক লেখায় অধ্যাপক জ্যাকেরিয়ার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লক্ষ করা যায়।

ঐতিহাসিক নিশীথরঞ্জন রায় ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হতে পারতেন, কিন্তু পারিবারিক আপত্তির জন্য সেন্ট পলস্ কলেজে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে ভর্তি হন। জ্যাকেরিয়া তখন প্রেসিডেন্সিতে Greek History পড়াতেন। এবং নিশীথরঞ্জন প্রতিদিন তাঁর ঐ ক্লাস করতে আসতেন। এইভাবে জ্যাকেরিয়ার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নিশীথরঞ্জন লিখেছেন, 'প্রথম যেদিন জ্যাকেরিয়ার ঘরে গেলাম, তিনি আমার হাতে 'Comedies of Aristophanes' বইটি তুলে দিয়ে বলেছিলেন, 'বইটা ভালোভাবে পড়বে'। ইতিহাসের ছাত্রের হাতে একটা সাহিত্যের বই তুলে দিয়ে জ্যাকেরিয়া বলতে চেয়েছিলেন যে, ইতিহাসের ছাত্রকে শুধু ইতিহাস পড়লেই হবে না, তাকে সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান পড়তে হবে, জানতে হবে। তবেই জগৎ সম্পর্কে একটা সার্বিক ধারণা গড়ে উঠবে।

অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ঘোষও জগৎ ও জীবন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা সার্বিক ধারণা ও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে চান বলেই তাঁর সাহিত্য-আলোচনায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা কথা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এসে পড়ে। দর্শনের ছাত্র হয়েও সাহিত্যের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ থাকায় অধ্যাপক ঘোষের ক্লাসে বহুদিন সাগ্রহে উপস্থিত থেকেছি। তাছাড়া বহু বুধজনের আলোচনাসভায় তাঁর মূল্যবান বক্তব্য শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, সাবলীল বাচনভঙ্গি ও বিষয়বস্তুর চিত্তাকর্ষক মননশীল উপস্থাপনা আমাকে সতত আকর্ষণ করেছে এবং আজও করে।

কৃতী ছাত্র হিসাবে যেমন তিনি সুপরিচিত তেমনি বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি সুবিস্তীর্ণ। ১৯৬২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিভাগে প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৬৩-৭৮) অধ্যাপনা শুরু করেন। এই সময়ই রবীন্দ্র-উপন্যাস নিয়ে তাঁর গবেষণা আজও সমাদৃত। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তিনিই প্রথম 'প্রফেসরহেড'। ১৯৮৯ সাল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক। অধ্যাপনা ছাড়া শিল্প, সাহিত্য ও শিক্ষার নানা সংগঠনের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সংযোগ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের অন্যতম শীর্ষ ব্যক্তিত্ব, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির পরিচালন সমিতির সদস্য, সর্বভারতীয় বাংলা বিদ্যা সম্মিলনীর কার্যকরী সভাপতি, নর্থ ইস্টার্ন হিল ইউনিভার্সিটির বাংলার বোর্ড অব স্টাডিজের প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে

যুক্ত। বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকেও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিরহংকার। বিভিন্ন শিক্ষা, সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানের অপরিহার্য ব্যক্তিত্বরূপে জনসংবর্ধিত হয়েও অধ্যাপক ঘোষ একান্তভাবে প্রচারবিমুখ। তাঁর স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব ও অন্তরঙ্গ ব্যবহারে আমার মতো অনেকেই মুগ্ধ। মেধার দীপ্তি ও জ্ঞানের গভীরতায় তিনি প্রথমাবধি স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। তবু ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রীতিময় আন্তরিকতার ও সহজ হৃদ্যতার।

রবীন্দ্রনাথ 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে বলেছেন, দু'ধরনের মানুষ আছেন—'একধরনের মানুষ বৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আপন সিদ্ধি খোঁজে—যেখানে সে জীবরূপে বাঁচতে চায়। আর এক ধরনের মানুষ আছেন যাঁরা বৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গির ঊর্ধ্বে উঠে বিচরণ করে—বৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যাকে বলে ক্ষতি তাকে সে লাভ বলে মনে করে।'—অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ঘোষ আমার কাছে উপরোক্ত দ্বিতীয় প্রকারের মহৎ মানুষের জীবনাদর্শের প্রতীক।

এম. আই. কালিনিন তাঁর 'On Communist Education' গ্রন্থে বলেছেন, 'শিক্ষকের উচিত জনসাধারণের সঙ্গে, বাস্তবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করা—স্থানীয় সব সমস্যাও বুঝতে শেখা।'—কারণ যে শিক্ষক জনজীবনের সঙ্গে, বাস্তবের সঙ্গে সংযোগ রেখে চলেন তিনি সহজেই তাঁর চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন ঘটিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির ও প্রজন্মের মানুষকে সঠিক পথনির্দেশ করতে পারেন। অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ঘোষ সমাজসচেতন শিক্ষক হিসাবে ছাত্রদের সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা বারবার বলেন। আজ বিশ্বজোড়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের যে লড়াই চলছে তাতে মার্কসবাদ ও লেলিনবাদে দীক্ষিত এই শিক্ষাব্রতী শিল্পী-সাহিত্যিক হিসাবেও তাঁর সাংস্কৃতিক দায়িত্ব পালনে কোনোদিন আলস্য প্রকাশ করেন নি।

বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গনে জ্যোতির্ময় এক বিরল জ্যোতিষ্ক। তাঁর বহু গবেষণা ও পরিশ্রমের ফসল ১৯৯৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপ্ত 'নায়কের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি বঙ্গ সাহিত্যের ভাণ্ডারে এক উজ্জ্বল সংযোজন।

'কিছু ডিগ্রীধারী দংশক প্রাণী' থেকে নিরাপদ দূরত্ব রচনার তাগিদে ও জীবনের প্রতিকূলতার গণ্ডীবদ্ধ প্রাত্যহিকতার মধ্যে অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ঘোষ কর্মযোগীর মতো সাহিত্য সাধনার মগ্ন চৈতন্যের অদৃশ্য ভুবনে নিজেকে তন্নিষ্ঠ রেখেছিলেন। এই কারণে ঈর্ষাকাতর মানুষের সর্পিল গতিবিধি, তুচ্ছতা ও ইতরতা তাঁকে ক্লান্ত, অবসন্ন, নিষ্ক্রিয় ও নিষ্প্রভ করতে পারেনি। বরং তাঁর লেখনী-ঋদ্ধ গ্রন্থ 'নায়কের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ' ঐ দংশকদের ভীষণ কশাঘাতে পর্যুদস্ত করেছে।

এক বিনম্র পাঠক হিসাবে তাঁর এই গ্রন্থের মধ্যে প্রবেশ করতে গিয়ে বুঝলাম যে, আমি দাঁড়িয়ে আছি পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্যের অতল সমুদ্রের তটভূমিতে। সম্ভ্রমে ও বিস্ময়ে অনুভব করলাম এক সন্ধানী ব্যক্তিত্ব কত সহজে রবীন্দ্রসৃষ্টির নায়কদের বিশ্লেষণ করেছেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী গবেষক হিসাবে। রবীন্দ্র-বিষয়ক পুরাতন ধ্যান-ধারণা নস্যাৎ করে মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ঘোষের আলোচ্য গ্রন্থ আগামী প্রজন্মের কাছে বিশ্বমানবতায় স্পন্দিত স্বদেশপ্রেম ও বাস্তবতাবোধের আলোর দিশারী হয়ে থাকবে।

প্রাত্যহিক জীবনের আন্তবিরোধ ও অন্তর্ভেদী মর্মযন্ত্রণাকে সঙ্গী করে আমরা অনেকেই টিকে আছি, কিন্তু বেঁচে নেই। মানুষ বেঁচে থাকে তার কাজ ও সৃষ্টির মধ্যে। তাই বেঁচে থাকার পথ দুর্গম। আমরা আজও টিকে আছি, কিন্তু অনেকেই বেঁচে আছেন বঙ্গসাহিত্যের প্রবহমান ধারায় এবং থাকবেন 'অনন্য-নায়ক' রূপে জ্যোতির্ময় সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে।

‘ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা
প্রভু তোমার পানে’

অমল কর

বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি কোনোদিন রবীন্দ্র-অধ্যাপক প্রাবন্ধিক-ঔপন্যাসিক গল্পকার-কবি ড. জ্যোতির্ময় ঘোষের ছাত্র ছিলাম না, তাঁর তত্ত্বাবধানে কোনোদিন গবেষণার কাজেও নিয়োজিত হইনি, কিন্তু তাঁর অনেকানেক ছাত্র-ছাত্রী-গবেষকের মতো আমি তাঁকে ‘স্যার’ সম্বোধন করে ডাকতে শুরু করেছি। এখন কখন যেন প্রকৃতপক্ষে তাঁর সতর্ক শাসন আর অভিভাবকত্ব আমার সারস্বত-সাধনায় কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।

কবে যে প্রথম তিনি আমার বুক জুড়ে আসন পেতে বসে আছেন অথবা কবে থেকে যে তাঁর প্রগাঢ় স্নেহসান্নিধ্য ও উষ্ণ লালিত্যে আমার পথ চলা শুরু হয়েছে, আজ আর সেসব মনে পড়ে না। প্রথম যেদিন চোখ-জুড়ানো নায়কোচিত সৌম্য চেহারা, ঋজু কণ্ঠস্বর, হিরণ্ময় উচ্চারণ, গভীর জীবনবোধ, নিপুণ বাগ্মিতা, নান্দনিক ভাষাসৌকর্য, অসাধারণ বাগ্‌বৈদগ্ধ্য আর প্রকৃত প্রগতিমনস্কতা দেখেছি, মন ধেয়েছে আমার সেখানে। তাঁর আকর্ষণী শক্তি এত তীব্র ও প্রবল যে যেখানেই সময় আর দূরত্বের বোঝা এড়িয়ে সুযোগ এসেছে, ছুটে গেছি সুস্মিত এই মানুষটির সুমিত উচ্চারণ শুনে ঋদ্ধ হবো বলে। ঝড়োহাওয়া, কলস্বনা, ছোটোপত্রিকা সমন্বয় সমিতি ইত্যাকার বিভিন্ন পত্রিকা বা সংগঠন থেকে বিষয়ভিত্তিক প্রধান আলোচক হিসেবে তাঁকে যত সসম্ভ্রম আমন্ত্রণ জানিয়েছি, ততই তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি ও বহুবর্ণিল বিশ্লেষণ আমাদের মোহাবিষ্ট করেছে।

সুদূর মফস্বলের রামপুরহাট নিতান্তই ছেলেবেলায়, বিদ্যালয়ে পাঠকালে রাঢ় দীপিকা বীরভূমের ডাক (পরিচালিত, কিশোর বৈঠক) ইত্যাকার পত্রপত্রিকায় লেখালেখি যাঁর শুরু, যাঁর সাহিত্যে আবির্ভাব কবিতার হাত ধরে, সেই কবিমনের গাঢ় প্রতিফলন তাঁর গল্পে-উপন্যাসে-প্রবন্ধে-নিবন্ধে-সমালোচনা সাহিত্যে সুস্পষ্ট। প্রবন্ধ ও উপন্যাসের মতো এমন সাবলীল সুখপাঠ্য হতে পারে, মগ্নচৈতন্যে পাঠক আবিষ্ট হতে পারেন বহুকৌণিক তত্ত্ব ও তথ্যের সুমিত সমাবেশে, তাঁর রচনাশৈলী, ভাষার সুনিপুণ ব্যবহার, শব্দব্যবহারের চাতুর্য, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে বিচরণ-দক্ষতা পাঠককে আকৃষ্ট করেই।

জীবন অন্বেষী প্রকৃত স্রষ্টাই মার্কস্ আত্মস্থ করে মার্কসীয় বীক্ষায় আর চেতনাচৈত্যে সৃষ্টিশীল কেতন ওড়াতে পারেন। মার্কস্ বিশ্লেষণে অনন্যপূর্ব গভীরতা, গূঢ় বাস্তবতা আর প্রয়োগনৈপুণ্য তাঁকে যশস্বী করেছে। জীবন থেকে যে ভাষা সংগ্রহ করেছেন তিনি জীবনের প্রয়োজনেই তার ব্যবহার তাঁকে অনন্য করেছে। গণশক্তি পত্রিকার সব্যসাচীর কলম লিখিয়ে বা গণশক্তির রবিবাসরীয় সম্পাদনা এবং সাংবাদিকতায় লেখা রয়েছে জীবন, প্রকৃত জীবন। বাজারী খবর লিখনেওয়ালা বা হলুদ সাংবাদিকতা নয়—মনস্বী বা বরিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের স্মরণ-বরণে তাঁর ভূমিকা অসাধারণ। মুন্সী প্রেমচন্দ, মুলুকরাজ, সোমেন চন্দ, সফদার হাসমি, হোসে মার্তি, পাবলো নেরুদা, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, সুকান্ত—একুশে-উনিশে ভাষা-সংগ্রাম—তাঁর দক্ষ সম্পাদনায় এরকম অজস্র অজানা মুক্তো বা অনালোচিত